প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
রথযাত্রা, ১৩৬৭

শ্রীবিষ্ণু দে

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কবির প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

কবিতা (১৩৪৩—৪৮)

ভুখ মিছিল

দিনেশ দাসের কবিতা

দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা [লেখক সমবায়]

অহল্যা

দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা [ভারবি]

কাচের মানুষ

আমরা এমন এক সময়ে আছি যখন একদিকে অনেক নতুন কবির আবির্ভাব, অন্যদিকে প্রবীণ কবিরা প্রায়-অদৃশ্য। এর কারণ বোধ হয়, নীরব শিল্পের উপর সরব শিল্পের প্রাধান্য। কবিতা প্রধানতঃ দু'জাতের। এক ধরনের কবিতা লেখা হয় রুদ্ধদ্বার ঘরে যেমন মালার্মে'র রচনা : আর একদল কবি আছেন যেমন নেরুদা, আরাগঁ যাঁরা ঘরের দরজা-জানলা খোলা রাখেন—কখনও বা মুক্তদ্বার দিয়ে বাইরে এসে আবিষ্কার করেন মানুষ ও পৃথিবীকে। আমাকেও ঘর ছেড়ে জাতীয় আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। পরাধীনতার বেদনা এবং দেশবাসীর দারিদ্র্য ও দুর্দশার সঙ্গে একাত্মতাই এর মূল কারণ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমার কবিতার মূল সুর হয়েছে মানবিকতাবোধ। আমার "কবিতা" (১৯৪২) "ভুখ মিছিল" (১৯৪৪) এই চেতনারই পরিচয়। কিন্তু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেই সব সমস্যা ফুরোয় না। রাজনৈতিক মুক্তির চেয়ে মানবিক মুক্তি অনেক বড়, অনেক ব্যাপক। নিজেকে জানাই হল, মানুষের সব চেয়ে বড় সমস্যা। আমার "অহল্যা" (১৯৫৪), "কাঁচের মানুষ" (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থ দুটিতে এই কবি-মানসের পরিচয়।

আমার সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ "অসংগতি" সম্পর্কে আলোচনার আগে কয়েকটি কথা বলতে চাই। অনেকে মনে করেন, কবি হওয়া আনন্দের বিষয়। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, কবির জীবন শুধু রোমাঞ্চকর মুহূর্তের সমষ্টি নয়। কতখানি আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের সফল প্রকাশ হল কবিতা। কী আত্মসচেতনতা ও আত্মসমীক্ষার ভিতর দিয়ে কবিকে বন্ধুর, কঙ্করাকীর্ণ পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। চেতনা ও অবচেতনার মেলবন্ধনে তাঁর জন্ম—বোধির গীতিময় আলোকে তার প্রকাশ। এর জন্যে কবিকে প্রতীক্ষা করতে হয় দিনের পর দিন। কবির অনুভূতি অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষার মাধ্যমে সংহত হয়ে রূপায়িত হয় প্রতিটি ছত্রে। শিল্পী হতে গেলে কী ভয়ঙ্কর ভাবেই না নিষ্ঠাবান হতে হয়। এ কথা বলেছেন ডি. এচ. লরেন্স, "One needs to be so terribly religious to be an artist."

আমার কাব্যজীবনের প্রথম দিকে সেই ১৯৩৭ সালে গদ্যরীতির কবিতা লিখেছিলুম। তারপর থেকে এ যাবৎ ছন্দে-মিলেই কবিতা রচনা ক'রে আসছি। গত কয়েক বছর গদ্যরীতির কবিতা নিয়ে আবার পরীক্ষা করেছি, সেগুলি গ্রন্থিত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থ 'অসংগতি'তে। এখানে অতি-সাধারণ

মানুষের জীবন থেকে রূপকল্প নির্বাচন ও তাদের মুখের ভাষাই ব্যবহার করেছি। আমার মনে হয়, জনসাধারণের মুখের ভাষা সাধু ভাষার তুলনায় অনেক বেশী জীবন্ত ও সতেজ। অবশ্য কবিতার একটি বিশেষ ভাষা আছে। পৃথিবীর সমস্ত কবিরা একই ভাষায় কবিতা রচনা করেন—ভাল হাঁস সর্বত্র একই রকম ডিম পাড়ে।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থে আগের মতই সমসাময়িক যুগচেতনার সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করেছি—কবি এলিয়ট যাকে বলেছেন, "The sense of his own age." আমার লক্ষ্য বৃহত্তর, গভীরতর মানবতার প্রতি—মানব-অস্তিত্বের বিস্তৃততর সমস্যার সম্মুখীন হওয়া। অবশ্য কবি-কল্পনায় যুগ প্রতিফলিত না হলে কেবলমাত্র বুদ্ধির কারখানায় যুগসচেতন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কখনও কখনও বাস্তব ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হলেও সেই প্রভাব আমার মধ্যে রহস্যজনক ভাবে কাজ করেছে—প্রতীক ও রূপকল্পের সাহায্যেই বস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেয়েছি কারণ উপমা ও প্রতীকের সাহায্যেই গঠিত হয় কবিতার তৃতীয় ডাইমেনসন, ত্রি-মাত্রা বা গভীরতা।

আমরা এক ত্রুটিপূর্ণ যুগের বাসিন্দা। একদা সমাজে কবির যে উচ্চাসন ছিল এখন আর তা নেই। তাই কথাসাহিত্যের গাড়ি যখন হেডলাইট জেবলে, ভেঁপু বাজিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, কাদা ছিটিয়ে তীরবেগে ছোটে তখন কবিদের সন্তর্পণে পথের একধার দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই পদযাত্রা যেন কতকটা মহাত্মাজীর সবরমতী থেকে দণ্ডী অভিযানের অনুরূপ অথবা গ্যয়টের ভাইমার থেকে রোম যাত্রার মত।

এই কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩৭ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই দীর্ঘ অসুস্থতার সময় আমাকে কবিতা রচনায় উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন আমার বাল্যবন্ধু শ্রীরমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুপত্নী শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অসুস্থতার জন্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কবিতাগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। আমার পুত্র শ্রীমান্ শান্তনু ও পুত্রবধূ শ্রীমতী সীমন্তিনী দাসের চেষ্টায় অনেকটা সংগৃহীত হয়ে বর্তমান কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছে। উপরন্তু দে'জ পাবলিশিং-এর উদ্যোগ এবং শ্রীসুধাংশুশেখর দে'র আগ্রহ ছাড়া এই কাব্যগ্রন্থ উপস্থিত প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। এদের সকলের জন্যেই আমার অন্তরের শুভেচ্ছা রইল।

দিনেশ দাস



অসংগতি

রাস্তায় নেমেই মনে হ'ল,
পথটি সোজাসুজি ছুটে চলেছে শূন্যতার দিকে।
ফুটপাথে পা দিতে না দিতেই
প্রতিবেশীটি বললেন,
"আপনার জামার বোতামগুলো খোলা কেন ?
উত্তুরে হাওয়ায় নিমোনিয়া হবে যে !"
আমি তাড়াতাড়ি বোতাম আট্‌কে দিলাম।

বন্ধুর বৈঠকখানায় এসে বসতেই প্রিয়বন্ধু বললেন,
"কানের পাশে সাদা সাদা ও কি ? সাবান ?"
চটপট রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেললাম।
"এ কি করেছেন ?" এবার বন্ধুপত্নীর পালা,
"পান খেয়েছিলেন বুঝি ? জামাটা একদম গেছে।"
কদম কদম পা বাড়িয়ে
তিনি কাঁচের পাত্রে জল এনে
সযত্নে আমার জামার লাল ছোপ তুলে দিলেন।
লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে এল।

ফিরতি-পথে পিছন থেকে শোনা গেল
পরিচিত বাল্যবন্ধুর কণ্ঠস্বর ঃ
"কোথায় ঠেস দিয়েছিলে—
মাথার পিছনটা সাদা হয়ে গেছে।"

তিনি চটপট কয়েকটি চাঁটি মেরে
আমার চুলের ধুলোবালি নিমেষেই সাফ ক'রে দিলেন।
পিছন ফিরে তাকাতেই মনে হল,
পথটা ছুটে আসছে আর একটা শূন্যতা থেকে !

বাসে উঠে নিশ্চিন্ত হতে না হতেই লক্ষ্য করলাম,
একটি ছেলে বারবার আমার পায়ের দিকে তাকাচ্ছে ঃ
কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ বলেই ফেলল,
"দাদু, আপনি দুটো মোজাই উলটো পরেছেন !"
আমি শুধু একবার মোজার দিকে
আর একবার ছেলেটির মুখের দিকে
কট্ মট্ ক'রে তাকালাম।

এখনও অনেক বাকি ঃ
যখন আমার নাভিশ্বাস উঠবে,
গলা দিয়ে বেরুবে ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ,
তখন পাশ থেকে কেউ না কেউ নিশ্চয় বলবে,
"ওঁর গলা থেকে এ রকম শব্দ বেরুচ্ছে কেন ?
উনি কি কবিতা ছেড়ে আজকাল ধ্রুপদ গান গাইছেন ?"

মহাকাশ, মানুষ, রুটি

মানুষ অনেক উঁচুতে উঠবে।
একদিন আকাশের উলটো দিকে
মহাকাশের মঞ্চ থেকে পৃথিবী শাসিত হবে ঃ
মানুষ ভুলে যাবে পৃথিবীর ঝড়, বৃষ্টি ঃ
সূর্যের আলো পড়বে আকাশচারীর পায়ের নীচে
ছায়া পড়বে উপরে তার মাথার দিকে,
সে-ছায়া মিলিয়ে যাবে শূন্যে, মহাশূন্যে।
মহাকাশ যাত্রা যেন সার্কাসের খেলা ঃ
সময়ের মাপে রকেটের কাঁধে সঠিক পা ফেলে
ক্রমশ ওপরে উঠে-যাওয়া,
তারপর ভারমুক্ত হয়ে সূর্যালোকে পরিণত হওয়া।

মহাকাশ-মঞ্চের নীচে ভাসবে ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবী ঃ
তখন সময়, ঘন্টা হবে অর্থহীন
ঘড়িগুলো অকারণে টিক্‌টিক্‌ করবে,
গতকাল আগামীকাল শব্দগুলো শোনাবে হাস্যকর,
অবতারেরা পাঁজিপুঁথি নিয়ে হবেন অদৃশ্য,
স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও হয়তো বেকার হয়ে থাকবেন ঃ
এতে কি দূর হবে পৃথিবীর দুঃখ,
মানুষের ভাত-রুটির কান্না!

হয়তো একদিন মানুষ পৌঁছোবে দূরে দূর-গ্রহান্তরে
সেখানে যদি কীট-পতঙ্গও থাকে
তারা প্রথমে অবাক হয়ে অন্য গ্রহের জীবকে দেখবে
শেষ পর্যন্ত চিনবে তার খাবার,
হয়তো খুঁটে খুঁটে খাবে
মানুষেরই চোখের জলে গড়া রুটির গুঁড়োগুলো।

জানি মানুষ একদিন এত উঁচুতে উঠবে
যেখানে দেশ-কাল স্থির,
হরগৌরীর মত এক দেহে লীন ঃ
সেখান থেকে সে কি দিতে পারবে এক টুকরো ছায়া
সেই চাষীর মাথার উপর
যে মেরুদণ্ডে ক্লান্ত সূর্যকে টেনে নিয়ে চলেছে ?
সে কি দেবে মহাশূন্য হতে এক মুঠো সোনালী বৃষ্টি
মরুভূমির মত শুকনো মাটিতে
যেখানে অঙ্কুরিত হয় প্রীতির ফসল ?
মানুষের ভালবাসা কবে এক বাটি দুধ হয়ে
চাঁদের মত আকাশে ভাসবে।

শেষ-কার্তিকের হাওয়া

শুধু কান্না নিয়ে এল কার্তিকের হাওয়া
দীর্ঘশ্বাস গৃহস্থের অংগনে অংগনে ঃ
পাতায় হলুদ রং ধরে
ফুলের পাপড়ি, কুঁড়ি ঝরে অকারণে।

পার্ক থেকে পাখিগুলো উড়ে গেল সব
তাদের শেষের গান ঝ'রে পড়ে শুকনো ফুলের মত।
মরাডালে শিরশিরে হাওয়া বাসা বাঁধে
গাছগুলো চুপচাপ একা একা আহত, আনত।

সকালের সাদা কুয়াশায়
কালো-কালো ছায়ার মতই যেন কাক সাঁতরায় ঃ
কখনও বা পাতা-ঝরা নিমগাছে ব'সে
একটানা ডাকে আর যন্ত্রণা ছড়ায়।

বিকেল না হ'তে হ'তে ছায়া মেলে ডালপালা,
ঝরানো পাতার রাত্রি স্মৃতি হ'য়ে জাগে ঃ
ঈশ্বর তবে কি মৃত ?
পৃথিবীর কাঁদবার পালা !

এপার-ওপার জুড়ে দু'পার বাংলায়

হঠাৎ সাইক্লোনে আজ
বিদীর্ণ করেছে এক বিশাল জাহাজ,
সে-জাহাজ যেতে যেতে
ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের হৃদয়েতে ঃ

অবিরত
চোখের জলের মত
ভেসে এল কত শব মৃত্যু নিয়ে হাড়ের ভিতরে—
এপার বাংলার ভিজে ডাঙার উপরে।

ভেসে এল স্রোতে একটানা
আম জাম কাঁঠাল গাছের মৃতদেহ, মাদুর বিছানা,
ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, পায়জামা, কাঁথা ;
মরা-এলোচুলভরা মাথা
ভেসে চলে পূব হ'তে পশ্চিম বন্দরে—
যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেনানীর সাজ প'রে
একালের যম
অথবা সে মৃত্যুই স্বয়ং।

কে কালাপাহাড় যেন ক্ষেতের সমস্ত শীষ
ছেঁচে ফেলে দিল অহর্নিশ
তুষ ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছে থরে থরে
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার জলের উপরে ঃ
প্রতিটি সোনার শীষ পর পর
সয়েছে অনেক মৃত্যু এক-একটি ধানের ভিতর ঃ
প্রত্যহ উৎকর্ণ হ'য়ে আহত, আতুর,
প্রতীক্ষা করেছে শুধু চরম মৃত্যুর।

উন্মাদ সারেঙ তুমি, বোমার নখরে আজ
ভাঙলে তোমারই বাংলাদেশের জাহাজ,
প্রতিরাত্রি প্রতিদিন,
আপন হাতেই তুমি ভেঙে ফেলে আপন আইন,
আগুন ধরিয়ে দিলে নিজের বাড়িতে,
নিজেরই নাড়ীতে।

সে আগুন নিভে গেল আষাঢ়ের জলে
প্রাণের নতুন পাতা অন্ধকারে জাগে, কথা বলে ঃ
জেগে ওঠে প্রাচীন নিবিড় বন, ঃ
বনের বাঁকানো লতা কেউটের মত ফণা তোলে—
লোহার আকাশ ফোলে
উদ্যত বজ্রের মত বিচারের তলোয়ার শুধু ঝলসায়-
এপার, ওপার জুড়ে দু'পার বাংলায়।

গাধার ডাক

পৃথিবীর পাথরের প্রাসাদগুলি চোখ চেয়ে থাকে
যে-চোখের পাতা পড়ে না ঃ
অদৃশ্য নির্মম হাতগুলি পরস্পর হাত ধ'রে
অদ্ভুত পাপচক্র গড়ে তোলে।

জেলের পাগলাঘন্টির মত
চতুর্দিকে শুধু মৃত্যুর আর্তনাদ,
মানুষের রক্ত বৃষ্টির ফোঁটার মত
জলের স্রোতে অকারণে মিশে যায়।

আমরা এখনও মৃত নয়, বোধ হয় জীবিত,
তবু প্রাণের কিছু কিছু অংশ প্রত্যহ মৃত হ'য়ে আসে।
তাই মনে হয় মৃত্যু পুরোনো ব্যাকরণ
আবার নতুন সংস্করণ ছাপা হওয়া উচিত।

পৃথিবীর শেষ কথা হল
ভোরের স্ফটিক-শংখ আর আকাশে বাজবে না ঃ
সূর্য আর সোনালী সুতো দিয়ে
পৃথিবীর বুকের ওড়না বুনবে না ঃ
একথা আমার মত অনেকেই জানে,
তবে বুদ্ধিমানেরা সবাই চুপ করে আছে,
আমি শুধু গাধার মত চীৎকার করি।

অবশ্য আমি চেঁচাই আমার নিজের প্রয়োজনে—
আমার স্নায়ুকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে,
আমার রক্তের ধোঁয়াকে মেঘে পরিণত করার জন্যে ঃ
হয়তো এই মেঘ থেকে একদিন বৃষ্টি ঝরবে,
লাখো লাখো বৃষ্টির জিভ
চেটে নেবে মাটির শত শত ক্ষত !
আমার সোনার দেশ তখন বাতাসে দুলবে
একখানি ঝকঝকে তলোয়ারের মত।

একাকী একটি পাখি

সহসা সূর্যের আলো লাল হয়ে নেমে এল নীচে
প্রথম তারাটি চায় মিটমিটে চোখে ঃ
সে মেয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে লতার মতই
নতুন পাতার ঠোঁট নড়ে চড়ে অসহ্য পুলকে ঃ
তবু সে একটি কথা বলেনি নির্জনে ঃ

কনে-দেখা-আলো পড়ে মাঠে বনে মনে,
মাটি হয় কাঁচের মতই,
এ এক আশ্চর্য আলো সন্ধ্যার আকাশে
নিকট অদৃশ্য হয়—দূর কাছে আসে।

এদিকে গাছের নীচে জমে অন্ধকার
শোনা যায় একটি পাখির চীৎকার,
একটি পাখিই শুধু পাখা ঝাপটায়
অন্ধকারে নীল ঘন পাতার ছায়ায়।
একাকী একটি পাখি কি করুণ পাখা ঝাপটায়!

গান, শ্লোগান, মেসিনগান

ভোরের নক্ষত্র হঠাৎ মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল।
তার মিট্‌মিটে আলো
এখনো চিক চিক করে আমার ধমনীর রক্তস্রোতে।
তবু সূর্য একদিন আকাশে আলোর ঘণ্টা বাজাবেই
যে-পথিক আলোর দিকে যাবে
আমি তাব সঙ্গী হব
কারণ দিনের গভীরতা আমাদের সম্মুখে।

আজ আকাশ রং হারাল
মানুষ হাঁটে পিঁপড়ের মত
কখনো বা ছায়ার মত
অথচ প্রতি হৃদয়েই গান ছিল
লোহার পৃথিবীতে হয়তো ইস্পাতের গান।

দুর্যোগের মাছি ওড়ে।
ট্রাম-বাস দোলে
ট্রেন ছোটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে,
সময় একটানা শব্দ করে ঝিঁঝিঁপোকার মত।
সবই ভেঙে পড়ে
চতুর্দিকে ঝলসে ওঠে বেদনার ঝক্‌ঝকে ধারাল ছোরা
আমি কবি চিরদিনই সর্বহারা
আমার পিছনে সারা জীবন ধরে ঘোরে
ক্ষুধার বীভৎস নেকড়েগুলো।
আমি ঘুমোই
কিন্তু পরিচ্ছন্ন ভোরের স্বপ্ন দেখি :
পৃথিবীর প্রাচীনতায় আমি ক্লান্ত
কখনো আমার ঠোঁটে ঢাকা পড়ে
কিন্তু যখন ঠোঁট খুলি
অথবা কবিতা লিখি
তখন চূর্ণ করি বিপক্ষের শিবির—শত্রুর সীমানা।
কবিতার ভিতরেই আমার শ্রেণীর পরিচয়।
আমার কবিতা একযোগে
গান, শ্লোগান, মেসিনগান॥

দিক্‌ভ্রষ্ট

কেবল তুফান আসে দুঃখের নদীতে
এ-নদী প্রশস্ততর হয় প্রতিদিন,
ফসলে সবুজ তীর স'রে গেল কত দূরে
কোন পারে সীমারেখাহীন।

কত দূরে স'রে গেছে আমাদের স্বপ্নের আকাশ
সম্মুখে শুধুই ফোলে ভয়াবহ আতঙ্কের নদী,
ধুলো আর ছাই, বালি ওড়ে ঘূর্ণিঝড়ে
কুটিল ধোঁয়ার জালে ছেয়ে যায় আকাশ অবধি।

চতুর্দিকে ছায়ামূর্তি ছায়ানৌকা ঘোরে
জলের আড়ালে চাপা কান্নার করুণ ঢেউ ভাঙে,
মাঝি বয় মৃতযাত্রী—জলচরও ম'রে গেছে সব,
আকাশ পৃথিবী যেন মৃত সবখানে।

আমার নৌকোর পালে জমে অন্ধকার
কোথায় হারাল তার আলোকের পথ,
তবুও সে স্বপ্ন দেখে সবুজ মাটির—
অথচ অলস দাঁড় স্থির মৃতবৎ॥

কবি

আসমানী স্ফটিক নীল ধনুক-আকাশ
দূরের আকাশ কালো-নীল ঃ
এখানে দিনের সূর্য মধ্যাহ্নের মতই উজ্জ্বল।
অদূরে অচেনা, চেনা, চেনা-চেনা
গাছ আর আগাছার অন্ত নেই ঃ
সবখানে নানান্ রঙের ফুল কল্যাণী নার্সের মত
সহুরে রোগীর জন্যে অপেক্ষা, প্রতীক্ষা করে।
মান্ধাতার আমলের গ্রামীণ অঞ্চল ঃ
পথের পাঁচালীর সেই লোকগুলো দেখি,
ছিপ্ দিয়ে ছট্‌ফটে জল থেকে কেউ মাছ তোলে,
কেউবা লাঙল দিয়ে মাটির নতুন গন্ধ বাতাসে ছড়ায়।

তবুও এখানে জানি কিছুই ঘটে না,
সময় বিশ্রাম নেয় ঃ
এখানেতে গাছ ফুল আকাশ সময়
সবাই প্রতীক্ষা করে,
প্রহরে প্রহরে
বাজবৌরী পাখি শুধু মিছিমিছি সময় জানায়।

এখানে কি কিছুই ঘটে না ?
হয়তো কখনো বুনো কাঠবিড়ালীর
আলতো পায়ের ছাপ ধুলোর পাউডারে ঃ
অশ্বত্থের নতুন পাতায় পোকাগুলো হিজিবিজি লেখে
আর সুর ক'রে পড়ে ঃ
তবুও তো কিছুই ঘটে না।

এইবার কবি এসে ব'সে পড়ে অক্ষয়বটের নীচে
কী যেন প্রতীক্ষা করে কলম উঁচিয়ে,
এবার ঘটনা ঘটে ঃ
মূক ফুল গাছ মাটি হয়ে ওঠে সহসা মুখর,
স্রষ্টার সৃষ্টির 'পরে
আরও এক মহাস্রষ্টা ক'রে চলে কঠোর সাধনা,
থরথরো কেঁপে ওঠে নিথর পৃথিবী।

বাংলা

রাজপথে বোমার শব্দ !
আরশি-সার্সি ভেঙে চৌচির ঃ
গুঁড়ো গুঁড়ো পারার সঙ্গে স্বপ্নগুলোও ঝরছে ।

কারা ছোরা শানায় ?
শানানো ছুরি তোমাকে আমাকেই খোঁজে ।
শীতের গোলাপে কালো-কালো জমাট রক্ত ঃ
পূবে-পশ্চিমে পদ্মায়-গঙ্গায় কাঁচা রক্তস্রোত !

জন্তুর মত আর্তনাদ ক'রে
ট্রেনগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছে ।
বজ্রের মত শব্দ ক'রে
রাইফেল গর্জে উঠছে বারবার ।
চীৎকারের অন্ত নেই ঃ
কান্নার শেষ নেই ।

ঈর্ষার আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে ঃ
লোভের অগ্নিশিখায় সব জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গেল ।
প্রতিহিংসার মেঘে আকাশ মিশ্‌মিশে কালো ঃ
ধোঁয়া রক্ত আর আগুন ।

এপারে পিঁপড়ের মত সৈন্যের সারি
ওপারে সৈনিকের মুখোশ প'রে
এক উন্মাদ অট্টহাসি হাসছে ।
রাজপথ রক্তে শিশিরে কাদায় মাখামাখি,
থক্‌থকে কাদায় পা ডুবে যায় ঃ
কিন্তু এ রক্তে তারা ওঠে না,
এ শিশিরে কুঁড়ি ধরে না,
এ কাদায় বীজ ফোটে না ॥

সময়, সময় নয়

সময় ঠিক সময়ের মত চলল না,
এক ঝট্‌কায় সময় যেন অনেক এগিয়ে গেল।
সেই দ্রুত লয়ে আমি কি এগুতে পেরেছি
আমি শুধু গতিটি অনুভব করেছি মাত্র।

আমার মুখের ওপর আলো পড়ছে
আমার ভাবনাগুলি ছুটছে পিছনের ছায়ায়
যে-ছায়ায় অন্ধকারের ফুল ফুটেছিল ঃ
তবু মাঝে মাঝে হাওয়া শুঁকছি
কী যেন হারানো জিনিসের সন্ধানে।

যেমন ক'রে রুগ্ন পাতাগুলি গুহা থেকে বাইরে আসে
আমিও ছায়া থেকে বেরিয়ে এলাম
একেবারে নতুন পৃথিবীর ধারে ঃ
সূর্য এক চোখে তাকায়
গাছগুলো অবাক হ'য়ে দেখে,
পথ আমাকে ডাকে।

আমি হাঁটব সময়ের উপর দিয়ে না মাটির ওপর ?
কুয়াশায় দূরদিগন্ত এখনও অদৃশ্য ঃ
হয়তো কুয়াশার গুটি থেকে
বেরিয়ে আসবে আলোর প্রজাপতি।
হৃদয় যেন এতদিন গর্তের মধ্যে ছিল
এবার কচ্ছপের মত বাইরে মুখ বাড়ায়।

আকাশের নীল কাঁচ ঝকঝকে হ'য়ে উঠছে
সূর্য কি আলোয় আলোয় ফেটে পড়বে
যে-আলোয় মাটি সাঁতার দেয়
আমি এবার আলোর
ধব্‌ধবে চাদরখানি বিছিয়ে শুয়ে পড়ব।

কিছু না

আকাশের রঙ মুছে গেল,
পৃথিবীর অন্ধকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে ঃ
ল্যাম্পপোস্টের আলোয়
অথবা মোটরের হেডলাইটে
এ-আঁধার দূর হবার নয়।
ধারালো ছুরির দিয়েও এ অন্ধকার কাটা যাবে না;
এ অন্ধকার খোঁড়াও যায় না।

আমি ক্লান্ত হাত বাড়িয়ে
আলোর সুতোগুলো ধরার চেষ্টা করি।
হে সময়, আমায় একটু করুণা কর,
তোমার ভারী জুতো দিয়ে
আমার ভাবনাগুলি মাড়িয়ে যাও—
যেগুলি ঘাসের মত শুকিয়ে যাক।

পৃথিবীর রূপান্তর হয়—
এ-কথা পৃথিবীও জানে ঃ
তবুও আমাদের দুঃখ ক্রমশ ভারী হ'য়ে ওঠে
যন্ত্রণার সমুদ্রে মানুষ ডুবে যায়,
মৃত্যু একই আছে ঃ
মনে হয়, জীবন একটি অসম্পূর্ণ বৃত্ত
যার অর্থ ছিল একদিন,
আজ তার কোনও মানে নেই।
একদিন হৃদয়কে হ্রদের মত
অথবা খোলা একখানি বইয়ের মত
মেলে ধরেছিলাম।

আজ দাঁত প'ড়ে গেলেও
জিভ এখনও কবিতা শোনাতে চেয়েছিল।
এখন শব্দের মানে খুঁজে পাই না,
আজ শব্দগুলি পাথরের নুড়ির মত
পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে ঃ
স্মৃতিগুলি কানের কাছে মাছির মত
ভনভন ক'রে ওড়ে।

গাছগুলো শুধু ছায়া ছড়ায়,
অন্ধকারের কালো পাতা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে ঃ
আত্মার ছায়া পড়ে না,
আমার আত্মা এখনও সূর্যমুখীর মত আলো চায়,
কবে আকাশের কালো ডিম থেকে
সূর্য পাখির মত বেরিয়ে আসবে।

ধোঁয়া, বৃষ্টি, অন্ধকার

ধোঁয়া, বৃষ্টি আর অন্ধকার ঃ
সূর্য ছুটি নিয়েছে অনেক দিন,
আলোর অভাবে সারাটা দেশ ম'রে যাবে ঃ
গাছগুলো থেকে শুধু ছায়া উপচে পড়ে
পথে লোকগুলো ছোটাছুটি করে ছায়ার মত
হাত তোলে আকাশের দিকে,
সে-আকাশও ক্রমশ উপরে উঠে গেল।

জীবনকে কিছুতেই মাপমত কাটা গেল না ঃ
চায়েতে, কফিতে, তরল পানীয়ে ভিজেও
জীবন কারও পছন্দসই নয় ঃ
কেউ আর একে মধুর বলে না ঃ
জীবন অনিশ্চিত—
শুধু বৃষ্টি, ধোঁয়া আর অন্ধকার।

আমাদের জীবনের শূন্য পানপাত্রের ওপর
ভীমরুলের মত দুর্ঘটনা উড়ছে।
ঘন্টার মত, শঙ্খধ্বনির মত
মৃত্যুর শব্দ ভেসে আসছে চতুর্দিক হতে,
তার মধ্যে হাজার ছায়াকন্ঠের প্রচার ঃ
সব সত্য সত্য ব'লে মনে হয় না,
হয়তো সত্যের জন্যে অপেক্ষা করছে
হয়তো বা একদিন সত্য হবে।

আমি শুনেছি, কেবলই শুনছি
পথ, ঘাট, গঞ্জ, গ্রাম থেকে
মানুষের হাড়ের আওয়াজ ঃ
আকাশের পাঁজরাগুলি একটি একটি ক'রে খুলে পড়ছে।।

আমি কানে তালা দিয়েছি
তবুও শুনছি মানুষের হাড়ের শব্দ ঃ
আমি চোখ সেলাই করেছি
তবুও দেখছি বৃষ্টি, ধোঁয়া আর অন্ধকার ঃ
আমার আঙুলের সমস্ত শক্তি শুকিয়ে গেছে,
আমার ধমনী নীরক্ত,
আমার অস্তিত্বই যেন একটা মরা ঢেউয়ের মত ঃ
শ্বাস নিতে গেলে মনে হয়,
আমি মৃত মানুষগুলির নিঃশ্বাস নিচ্ছি।

আত্মার অগুনতি মুখ

পৃথিবীর ঘাসে পাতায় শিশিরে হিমে কুয়াশায়
ব্যাঙের মত অনেক পথ হাঁটলাম।
শূন্যমাঠে আমার পদধ্বনিতে কাঁটাগাছ কেঁপেছে,
কত ঘাসের কুঁড়ি কুঁকড়ে গেল।

কিন্তু এত অন্ধকার আগে কখনও দেখিনি ঃ
ডুব-সাঁতার দিয়ে যেন পৃথিবীটা পাতালে নামছে—
মাকড়সার জালের মত অন্ধকার।
আমি দু'হাত বাড়িয়ে সেই জাল ছেঁড়ার চেষ্টা করি,
অন্ধকারে বাতাস শিথিল,
লোহার ভিতরের গাঢ় কালো রং
ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

মৃত্যু তো শক্তির রূপান্তর মাত্র ঃ
তবু আমার আত্মা বাতাসের মত
আমায় আঁকড়ে আছে ঃ
হাড়ের ভিতরের রস চুঁইয়ে পড়ছে মাটিতে।
মৃত্যু একটি ইচ্ছার পূর্ণতা মাত্র
কিন্তু সেই মহৎ সংকল্পটি কার ?
আমার না অন্য কার !

নির্জন প্রান্তরে শব্দের মত
হাজার বস্তু শূন্যে ভাসে।
আমার চিন্তাও যেন কুয়াশার মত নিরাকার ঃ
আমার ভাবনাও ডুবছে
অন্ধকারের জাহাজে ভরাডুবি হবে ব'লে !

শুনেছি আত্মার অগুনতি মুখ।
এই জলকাদা আঁধারের ভিতর থেকে কি
দু একটি সৃষ্টির পোকা উড়ে
জোনাকির মত জ্বলবে না ?
সময় কি আবার পুনর্জন্ম নেবে না ?

ষষ্ঠ আঙুল

আমার ডান হাতের পাঁচটি আঙুল ঠিকই আছে,
চায়ের পেয়ালা ধরি, ভাত খাই, পাঞ্জা লড়ি ঃ
তবু কলম ধরতে পারি না কেন ?

বোধ হয়, আরেকটা আঙুল ছিল
যার সাহায্যে লিখতুম ঃ
সেই ষষ্ঠ আঙুলটি বুঝি খ'সে গেছে ঃ
আবার গজাবে কিনা কে জানে !

একটি ঠিকানা

অনেক দিনের জমা স্তূপাকার
কাগজের জঞ্জাল সরাতে গিয়ে
হঠাৎ পড়ল চোখে পুরোনো ডায়েরীখানা—
বারোটি বছর হ'ল পার ঃ
কার নাম ? কেন তার নাম লেখা ?
কী-ই বা লেখার কথা—কিছু মনে নেই ;
শেলটের মতই এই মনের আকাশে
সবকিছু মুছে গেছে—নেই তার এতটুকু রেখা !

শুধু প্রশ্ন থেকে গেল ঃ
যদি লিখতাম চিঠি,
আসত কি মাখন-মাখানো কোনো কৌতুক উত্তর,
অথবা বিষণ্ণ কোনো নিঃশ্বাসের ঝড় ?
বারোটি বছর ধরে সময়ের কালোজল বয় তর্‌তর্‌-
এখন সকলই চুপ—সব নিরুত্তর ॥

কোনও সত্যই সত্য নয়

যে গুঁড়িটার ওপর আকাশ দাঁড়িয়েছিল
তার ওপর রোজ কুঠারের আঘাত করেছে কেউ ঃ
আকাশ গুঁড়ো হ'য়ে ঝরে পড়ছে
ঝুরো ভাঙা কাঁচের মত !
আমাদের অপদার্থ মনে ক'রে
নক্ষত্রেরা অনেকদিন বিদায় নিয়েছে
সূর্যও লাল হ'য়ে ক্ষ'য়ে গেল।

কেউ যেন শাবল দিয়ে আইন ভাঙছে
কেউ যেন আমার আক্কেল দাঁতটাকে উপড়ে নিল
কেউ যেন নিজের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে
রাত্রি জ্বলছে ঃ
আগুনে তীব্র বাঁশির মত বাজে
সেই শব্দে আমার অস্তিত্ব খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় ঃ
ছায়ার ভিতর কত মুখের কঙ্কাল,
ঝলসানো জিভে সত্যের প্রচার
কোনও সত্যকেই আজ সত্য বলে মনে হয় না,
হয়তো ভবিষ্যতে একদিন সত্যে পরিণত হবে।

শুধু কালো ঝড় উঠে
গহ্বরগুলো ভরিয়ে তুলছে ঃ
ঝড়ের মুখে সমুদ্র পাখির মত আমরা অসহায়
বাতাসের বেড়াজালে বন্দী
কোনদিকেই ডানা মেলা যায় না
চতুর্দিকে তরঙ্গের কালো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঃ
দিগন্ত আজ আমাদের কাছে আজ অর্থহীন।
আকাশ ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে
সমুদ্রও ডুব দিয়ে হয়তো কোন অতলে নেমে যাবে।

রাত্রিসূক্ত

সূর্য যখন লাল বটফলের মত
আকাশের নীল শাখা থেকে টুপ করে ঝরে পড়ে
তখন রাত্রির অতল অন্ধকারে
পৃথিবী স্বমহিমায় ফুটে ওঠে।

হে রাত্রিদেবী! তোমার অযুত নক্ষত্রের চোখ দিয়ে
আমার মনের নিভৃত মহাদেশ দ্যাখো ঃ
তোমার হাওয়ার হাজার কান দিয়ে
আমার হৃদয়ের গহন সংগীত শোনো ঃ
তোমার মসৃণ আঙুল দিয়ে
তুমি আমার ভাবনাকে স্পর্শ কর।

হে রাত্রিদেবতা! তোমার ছায়ায় আকাশ পৃথিবী হয়ে ওঠে,
পৃথিবী আকাশ।
দিগন্তের বাঁকা ঠোঁট যখন আমার ঠোঁটের ওপর নামে
তখন তুমি আর আমি এক হয়ে যাই।

তোমার মত আমার মনের অন্ধকারে
লক্ষ তারার প্রদীপ জ্বলে,
তোমার মত আমার হৃদয়েও
একটি চাঁদ দুধের মত আলো দেয় ঃ
হে রাত্রিদেবী! তোমার মতই আমার কোনো সীমানা নেই—
তুমি আমি মহাসমুদ্রের মত গভীর অন্তহীন।

শব-সাধনা

হে সময়, আমায় একটু করুণা কর !
হে সময়, তোমার চলন্ত চাকার নীচে
একটিবার আমায় ফেলে দাও ।
পৃথিবী আমার হাড় দিয়ে ইচ্ছেমত
বোতাম, চিরুনি তৈরী করুক
কোনো বাধা নেই,—
হে সময় করুণাময় তুমি শুধু একটু দয়া কর !

আর কতকাল বাতাসে ডুব দিয়ে থাকব ?
হে সময়, একবার করুণা কর ।
আজ আকাশ ভয়ংকর কালো—অমাবস্যার রাত
আকাশে নেই তরুণীর বুকের মত গোল চাঁদ ঃ
ঝড়ের পাপড়িগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে
চারিদিকে পাতা-ঝরানোর কান্না ঃ
আমি শুধু ক্লান্ত হাত দিয়ে বৃথাই চেষ্টা করে চলেছি
এই অমানিশীথিনীর আঁচল ধরবার ।
চতুর্দিকে ছায়া আর ছায়া—
আমার ছায়া কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই না ঃ

হে মহাসময়, হে মহাকাল একবার থামো,
সোজা নেমে এসে নক্ষত্র বেদীর নীচে
এই ছাতখোলা-বাড়িতে—মহাশ্মশানে
ঘোর অন্ধকারে আমায় নিয়ে শব-সাধনা কর ।

কবি লেখেন

রাস্তার পুরোনো এক টিনের ঘর
মাথার উপর বাঁশের দরমা-আঁটা চাল।
চালার উপর বাস করে রাজ্যের ইঁদুর
নীচে একটা সরু তক্তপোষ
তার নীচে টিনের প্যাঁটরায় বইয়ের গাদা
ফালি তক্তপোষের ওপর একটি টুল রেখে
কবি লেখেন।

দেয়ালে হুকের গায়ে কাপড় ও প্যাঞ্জাবী ঝোলানো
ঘরের কোণে একটা জলের কুঁজো
কবির পরনে লুঙি
গায়ে গেঞ্জি—কাঁধের ওপরটা ঝাঁঝরা।
সমস্ত সভ্যতার বিদ্রুপ সর্বাঙ্গে মেখে
কবি লিখে চলেন।

রাত্রে টুলের ওপর মোমবাতি জ্বলে
হঠাৎ জ্বলে ওঠে কবির মন একটি শুচিশুভ্র শিখায়ঃ
নবম রাত্রির মৃণালে
যেন আলোর পদ্ম জাগে।
চারিদিকের আঁধারের কালো পাথর বিদীর্ণ ক'রে
যেন শুভ্র স্ফটিক জলের ফোয়ারা ওঠেঃ
সমস্ত পৃথিবীর বিদ্রুপকে ব্যঙ্গ করে
কবি লেখেন।

ভাঙা বাংলা

আকাশের নীল মুখ কালো করে হঠাৎ আচমকা ঝড় ।
গাছপালা কাঁপে থরথর ঃ
অসহায় মানুষের অন্তিম চীৎকারে
নির্মেঘ আকাশে জাগে মেঘের প্রলয়,
খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় অখণ্ড সময় ।

বাংলা, তোমার চোখে কত জল আছে বলো বলো !
এখানে জীবন শুধু করুণ জলের ধারা, পড়ে নীল বঙ্গোপসাগরে,
এখানে জীবন ছেঁড়া পালকের মত শুধু, বাতাসেতে ওড়ে ঃ
প্রেতেরা কবর ছেড়ে হানা দেয় গৃহস্থের ঘরে ঃ
আমাদের প্রাণ যেন প্রেত হ'য়ে ঘোরে ফেরে বিষণ্ণ ছায়ায়
হৃদয়ের শূন্যমঞ্চে সংবাদপত্রেরা শুধু পালাগান গায় ।

মানুষেরও থাবা আছে, নির্মম নখরে
সে-থাবা রক্তের ডেলা নিয়ে খেলা করে ।
অবাক্ বিস্ময়ে ভয়ে আমার মনের তালা বন্ধ হ'লো—
একটি তো চাবিকাঠি অন্ধকারে কোথায় লুকোলো !
আতঙ্ক অবাধে নাচে মাংসাশী লোমশ বুনো ভালুকের মত—
সময়ের দড়ি ফেলে কে তাকে কেমন ক'রে বাঁধবে বলতো ?

লেনিন শতবর্ষে কোনো চাষী

বাবুমশাই, শুনেছি নাম তোমার
বিশেষ করে বাবুদেরই ছেলের মুখে শুনি
লেনিন তোমার নাম
তোমার নামে উথলে ওঠে সাগর, মরু, পাহাড়, সমতল
তোমার নামে আকাশ হ'তে তৃণটি চঞ্চল,
তারই দোলা লাগল হঠাৎ আমার প্রাচীন গ্রামে,
লেনিন !
লেনিন !
একটি শুধু নামে।

বাবুমশায়, আমরা তো আর মনিষ্যি নয়
মানুষ থেকে মোরা অনেক দূরে,
আমরা 'মুনিস' ইতর শূদ্দুর ঃ
জন্ম হ'ল 'বোম্মা' ভগবানের চরণ দুটি থেকে
সেই থেকে ভাই ছাগলছানার মতন চরি ঘাসের-ডগা চেখে।

আজকে নতুন গ্রাম-নগরীর যা কিছু রোশনাই
আমাদেরই জন্যে কিছুই নেই,
মোণ্ডা মেঠাই, মাংস লুচি, সরু চালের ভাত
খাওয়া এ সব দূরের কথা—ভাবাও অপরাধ।
জোতদার বা জমিনদারের ভোগেই তো সব লাগে
জমিনু বাড়ি ইমারৎ আর রাতে 'ইলেকটিরি'
আমরা শুধু মুনিস হ'য়ে করি মিস্ত্রিগিরি।
আমিতো থাকি বাঁশবাগানের সবার থেকে পিছে
খড়ো ঘরের ভাঙা চালের নীচে,
পরনে সেই নেংটিটুকু, সানকিতে ক্ষুদ খাই ঃ
গজিয়ে-ওঠা গ্রাম-নগরীর যা কিছু রোশনাই,
মোদের তরে কিছুই তো হয় নাই।

বাবুমশাই জানি জানি আমি মুখ্যু চাষা
তবুতো আমি শুনেছি নাম তোমার প্রতিদিন
সর্বহারার প্রিয়তম কমরেড লেনিন
ঘুমের ঘোরে ছুটে এলাম তোমার কাছে আমি
আমায় তুমি চিনবে ঠিকই জানি,
আমায় চেনে গ্রামের সবাই পাড়ার পাঁচজনে
আমি হ'লাম চাষীপাড়ার চূড়ামণি দলুই
গ্রামের নামটি কান্টসায়াংড়া, হাওড়া জেলার কোণে।

মহারাণীর আমল থেকে
দিল্লিরাণীর আমল এলো আজ
অনেক কিছুই বদল হ'ল বদলে গেল রাজ
অনেক জলতো গড়িয়ে গেল হাওড়া পোলের নীচে
মোদের কাছে সকল হল মিছে,
আমরা আছি যে তিমিরে সেই তিমিরে
আঁধার থেকে প্রবেশ করি
আরো গভীর অন্ধকারের তীরে।
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে ঘুরি
কামার কুমোর মুন্সিপাড়ার জোয়ান বুড়ো বুড়ি

বন্ধু লেনিন! আজকে হঠাৎ তোমার নামে
নতুন আলোর ঝলক লাগে আমার গ্রামে
তোমারই নামে
কাস্তের মুখ ভ'রে ওঠে আজ ফসল কাটা-গানে
তোমারই নামেতে
কামারশালায় হাতুড়ি উঠেছে মেতে
তোমার নামে
আকাশ জুড়ে কে রামধনু আঁকে তুলির টানে,

শত বছরের বাঁকা পথ বেয়ে স'য়ে কত হয়রাণি
রাশিয়ার রেড স্কোয়ারের কাছে কখন এসেছি আমি,
কমরেড, তুমি কবরে ঘুমিয়ে আলো করে কাঁচঘর—
স্বপ্ন তোমার পেরোয় তেপান্তর,
মস্কো ডিঙিয়ে ভলগা পেরিয়ে যায়
কত নদনদী সমতল আর পর্বত কিনারায়।
স্বপ্ন তোমার আমার আকাশে লাল তারা হয়ে জ্বলে
স্বপ্ন তোমার রাঙালো তুষার আমাদেব হিমাচলে,
ভারতসাগর টক্‌টকে লাল হয়ে ওঠে পলে পলে।

লেনিন তোমার আগুন-স্বপ্ন সাপ হয়ে ফণা তোলে,
ছোবলাবে মাটি কখন অকস্মাৎ
পরগাছাগুলো বিষে বিষে হবে নীল
শেষ হবে এই দুঃস্বপ্নের রাত।

কেটে যাবে এই অমাবস্যার ঘোর,
দেখা যাবে ঠিক
কাকের মুখেতে বটফল যেন
টকটকে রাঙা ভোর।

শ্রীরাধার আক্ষেপ

মথুরার হাটে বেচাকেনা শেষ হল
ক্ষীর-ননী চলে গেছে কংশের ভবনে,
যমুনার চমকানো কালো ঢেউ পার হয়ে
আমাকে তো ফিরে যেতে হবে বৃন্দাবনে।

নৌকো তো ঘাটে বাঁধা—কাণ্ডারীর দেখা নেই ঃ
আমার অপটু হাতে কখন সে দিয়েছিল মোহন মুরলী,
সেই বাঁশী সারাবেলা বাজালাম যত
শুধু ওঠে বেদনার গান অবিরত,
একটানা বিষাদের সুর—
করুণ অশ্রুর।

তোমার তরণীখানি রেখেছিলে সুঠাম নিখুঁত
সাগর মাছের মতো সাঁতরাবে ব'লে তা প্রস্তুত ঃ
কখন ছিঁড়েছে পাল হঠাৎ দমকা ঝড়ে
হাল, দাঁড় হল নড়বড়ে,
এ তরী কেমন করে হবে পারাপার,
পৌঁছুবে কেমন ক'রে ব্রজেতে রাধার!

আমাকে তো ফিরে যেতে হবে ব্রজধামে
এদিকে তো বটের ঝুরির মতো অন্ধকার নামে,
যমুনার কালো ঢেউ ওঠে ফুলে ফুলে
কালীয় নাগের মতো গ্রাস ক'রে নেবে যেন শত ফণা তুলে ঃ
জলের কল্লোল তুলে তীরের নির্জনে
আমার তরণীখানি পৌঁছাবে কি কোনদিন নিত্য-বৃন্দাবনে॥

শুধু ছায়া

এখানে শুধু রাত্রি আর অন্ধকার।
সকাল তার পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে
কোন্ ভোরে আকাশের ওপারে চ'লে গেছে ঃ
সন্ধ্যা তার বিছানাপত্তর গুটিয়ে
অন্য গ্রহে আশ্রয় খুঁজছে ঃ
পিঁপড়ের মত অগুন্তি ছায়া ঘুরছে চতুর্দিকে
এখানে শুধু নিরন্ধ্র অন্ধকার।
চোখ চাপা দিলেও দেখি
হৃদয় বন্ধ করলেও শুনি
একটানা অন্ধকাবের বর্ষণ
নতুন আঁধাব-সমুদ্র থেকে আবার
নতুন অন্ধকাব জন্ম নিচ্ছে ঃ
অন্ধকারের ঘোড়া ছুটে চলেছে
তার ক্ষুরে ক্ষুরে তমিস্রার রাশি ছিটকে পড়ছে চারিধারে ঃ
ভয়ে আমার হাড়-পাঁজরা কেঁপে ওঠে।
সময় ধোঁয়ার মভ উড়ছে ঃ
সাগরের ওপারে মানুষ মহাশূন্যেব মঞ্চ থেকে
পৃথিবী পরিচালিত করবে ঃ
অবতারেরা তাঁদেব পাঁজিপুঁথি নিয়ে হয়তো বিদায় হবে
বিশ্বস্রষ্টারও বোধ হয় করার কিছু থাকবে না ঃ
তবুও পৃথিবীর এই জমাট অন্ধকার দূর হবে কি ?

এই অন্ধকারের ভিতর দিয়েও
একটি পাখি কোথাও উড়ে গেল ঃ
মনে হয় এখনও কোথাও পরিচ্ছন্ন সকাল আছে
যেখানে শোনা যায় পৃথিবীর হৃদস্পন্দন
যেখানে দুর্ঘটনা ক্ষ্যাপা মৌমাছির মত ভিড় করে না
যেখানে বসন্তের স্বপ্ন দেখে
বীজগুলো এখনও নড়াচড়া করে,
যেখানে আকাশের অদৃশ্য খাঁচার ভিতর
সত্য এখনও গান গায়
অদৃশ্য কবিতার মত ॥

এখন শীত

স্বপ্নে পরিচ্ছন্ন ভোর।
আলোর পোষাক প'রে জেগে দেখি
চতুর্দিক কুয়াশায় ফুলে উঠেছে,
রাজপথে পাণ্ডুর ধোঁয়ার মেঘ
তারই মধ্যে মানুষগুলি ইতস্ততঃ
ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়।
পৃথিবীর নির্লজ্জতা ঢাকবার জন্যেই কি এত ধোঁয়া ?

সূর্যের নীচে আমার ঘরটি খাঁচার মত
আমার মনের খাঁচাতেও অনেক দিনের অন্ধকার জমা
সেই অনালোকিত কোণে ঢুকতে
আমিও সাহস পাই না।

এখন শীত
আলো হঠাৎ হারিয়ে যায়
ধারাল ক্ষুরের মত বাতাস
গরীবদের দু' টুকরো করে ঃ
শিশুদের ধমনী কেটে দেয়।
মৃত দেবতাদের জন্যে
গাছের পাতায় ঝরে কান্নার শিশির।
রাজধানীর পথে কোথাও মমতার ঘাস গজায় না,
কোথাও জটিলতার সৃষ্টি করে না।

বাইরের দিকে তাকালে মনে হয়,
পৃথিবী খোলা মানচিত্রের মত প'ড়ে আছে—
কোথাও কল্পনা বা পরিকল্পনা নেই।
সারাটি দেশ রোগীর মত স্বপ্ন দেখছে,

জীবনের পাত্রগুলি সব শূন্য ঃ
তাদের সঙ্গে সেই চেনা মেয়েটিকে দেখি
যার মুখে ছিল একদিন বাংলাদেশের মাটির রং ।
এই ভয়ংকর বাস্তব পৃথিবীর প্রতিবাদে
তাদের মুখমণ্ডল আজ পাথরের মত স্থির ।

এখন শীত
যা কিছু সবুজ, যা কিছু ভাল
সবই মুছে যাবার সময় ঃ
এখন আর নতুন পাখির ডাক শোনা যাবে না ।
ঈশ্বর, এই কি তোমার স্বপ্নের পৃথিবী ।
আমাদের স্বপ্নগুলি আজ ক্ষতবিক্ষত,
আমাদের সামান্য আশাগুলোকেও মাপমত কাটা গেল না ।
পৃথিবী প'ড়ে আছে, একটা পুরোনো ছেঁড়া মানচিত্রের মত

পত্রলেখা

আমার সমস্ত কথা আকাশের তারা হয়ে আছে
তারার আলোর নীচে আমি পথ হাঁটি।
পথ চলি—শুধুই একটি পথ—
যে পথ ছুঁয়েছে শুধু হৃদয়ের মাটি।

সহসা হাওয়ায় এল তোমার একটি উড়ো চিঠি
অমনি আকাশে চাঁদ ওঠে, পত্রলেখা ঃ
আলো আলো হয়ে ওঠে ছায়া-ছায়া পথ—
দিগন্তের বাঁকা ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসির রেখা।

তোমার একটি চিঠি যত ছায়া-আবছায়া
মুছে নিল রুমালের মত ঃ কী ক'রে হঠাৎ
বের হ'য়ে এল এক
সাদা কাগজের মত ধবধবে রাত !

পথ চলি ঃ কিসের আওয়াজ শুনি মাঠে
সময় ইঁদুর হ'য়ে কাগজের রাতটিকে দাঁত দিয়ে কাটে।
অজানা অচেনা পথ বেয়ে বেয়ে চলেছি একাকী—
ঘুমন্ত জঙ্গল থেকে ডাকে এক ঘুমভাঙা পাখি,
'এত রাতে পথ দিয়ে কারা যায় ?'
আমি বলি, 'আমি হাঁটি—
আরও কেউ, হয়তো বা পত্রলেখা
হাঁটে যেন পিছু পিছু আমার ছায়ায় ॥

একটি বীজ

আমার মনের জমিতে
আমি একটি বীজ পুঁতেছিলাম
এতদিনেও তা চারা হ'ল না ঃ
সেটি কত নীচে, কত গভীরে তলিয়ে গেল
সেই বীজটি আমি খুঁজে বেড়াই
কখনও আকাশে, কখনও বাতাসে, কখনও ঘাসে,
কখনও রক্তের মধ্যে, কখনও মগজে।
আমি হাওয়া হ'য়ে খুঁজি
হাওয়া হ'য়ে আবার হৃদয়ে ফিরে আসি,
ঘুরে ঘুরে এক-একটি মগজ
এক-একটি হৃদয় খুলে দেখি,
আমার সেই বীজটি কোথায় হারিয়ে গেল।

প্রতি রাত্রিই তার তারা ফোটায়
শেষে রাত্রিই তারা হয়
আমি কিন্তু বীজটি ফোটাতে পারলাম না ঃ
আমার সেই পবিত্র স্বপ্নের বীজটি
কেউ ফিরিয়ে দিতে পারো ?
আমার বিছানা আজ ঘূর্ণীঝড়
আমার বালিস হ'ল আতঙ্ক
আমার খাদ্য আগুন হ'ল
দাঁতগুলো হ'ল মোম।

আমার সেই ছোট্ট বীজটি
কোন্ বোবা মাটির তলায় শুয়ে আছে ঃ
কেউ তাকে তুলতে পারবে না
কেউ তাকে ভাঙতে পারবে না
তারারা তাকে আলো দিয়ে ঢেকে রেখেছে
এক ফোঁটা অন্ধকারের মত।
সূর্যের গোলটেবিল বৈঠকে
তার কথা কোনোদিন উঠবে না।

কোকিলের মাস

জানলায় ভেসে এল একমুঠো সুরের আকাশ
মনে হয় পাশের বাড়ির পোষা কোকিলের ডাক,
এল তবে কোকিলের মাস
ঘড়ির কাঁটার চেয়ে নির্ভুল অবাক!
তবে কি বসন্ত এল পায় পায়—
আগুন-সবুজ রং পথের অক্ষয়বটে অশথের নতুন পাতায়।

শীতে
অন্ধকার চোরা-কুঠুরিতে
বসন্ত চুপটি ক'রে ছিল এতদিন
কখন
সহসা তুলে সবুজ গর্জন,
বের হ'ল ঋতুরাজ
অরণ্যের মহারাজ সিংহের মতন।

তা হ'লে বসন্ত এল—কোকিলের মাস বুঝি এসেছে এবার
তাই আজ খাঁচার কোকিল দেখি ডাকে বারবার,
সেই ডাকে রোদে ফোটে হলুদের জরি
জেগে ওঠে আমের মঞ্জরী ঃ
ভোর থেকে বন্দী পাখি ডেকে ডেকে সারা,
সুরের পাখায় বুঝি পেয়েছে সে ছাড়া।

অথচ পথের পাশে বটের শাখায়
নিঃসঙ্গ কোকিলা এক খোলামেলা প্রকৃতির পাতায় খাঁচায়
বারে বারে পাখা ঝাপটায়
কণ্ঠে সুর নেই তার—কুহুস্বর পাবে সে কোথায়
বন্দিনী পাখিনী তাই খাঁচার পাখির সুরে
আকাশের সীমিত নীলিমা হ'তে
সুরের অনন্ত নীলে ছাড়া পেতে চায়।

সবুজ প্রার্থনা

আমার গাছের পুরোনো ফোকরে
যেখানে একটু ক্ষীণ আলো লুকিয়ে ছিল
উপর থেকে অন্ধকার গড়িয়ে এসে
সেই আলোর গর্তগুলো বুজিয়ে দিল।

আমার পুরাতন গাছে
কাক, পেঁচা, ইঁদুর, গিরগিটির বাসা,
প্রাণের প্রাচীনতায় আমি ক্লান্ত
জঙ্গলের গাছের মতই আমি স্থির
আমার শিকড় কোন্ মাটির নীচের অন্ধকার ছুঁয়ে আছে
তবে যত নীচেই ডুব দিই না কেন
কোথাও গভীরতা নেই।

গাছের পাতাগুলি চতুর্দিকে অনিশ্চিত মুখ বাড়ায়
জোনাকিগুলি অন্ধকারে ঘোরে
আমি স্থবির
আমার স্বপ্নগলি শূন্যের ওপর দিয়ে হাঁটে,
জানি আমার নাম মরা হলুদ ঘাসে থাকবে না
তবু আমাকে ফুল ফোটাতেই হবে,
ডালে ডালে জাগাতে হবে সবুজ প্রার্থনা।

নিশির ডাক

নিশুতি রাত্রে যেন কেউ আমার নাম ধ'রে ডাকল ঃ
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে বাইরে এলাম
এত আঁধার এর আগে কখনও দেখি নি।

রাস্তার ধারে লম্বা নখওয়ালা গাছগুলো দাঁড়িয়ে,
পাতা-ঝরার রাত্রি—তারাদের চোখে জল,
আকাশ ভাঙা-ভাঙা
তবু কেউ যেন নিঃশব্দে আমার নাম ধরে ডাকল,
আমি যেন নিশির ডাক শুনে বাইরে এলাম।
বাইরের সমস্ত শব্দ আর আলো মুছে ফেলে
রাত্রি গাঢ়তর হয়ে আসে ঃ
চাঁদের চোখ ঘুমে বোজা
দিনের রুটির কোলাহল নেই
ফুটপাথের ছেলেটি অঘোর ঘুমে ভোজের স্বপ্ন দেখছে,
পৃথিবী পাথরের মতো স্থির,
গাছের পাতাটিও নড়ে না ঃ
মনে হয়, কিছুই ঘটে নি—কিছুই ঘটবে না।

হঠাৎ সময় তার মসৃণ চলার পথে
একবার জোরে ঝাঁকি দিল,
চার পাশের টুকরো হাওয়াগুলো
জড়ো হয়ে ঝড়ের আকার নিল,
রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে চুরমার।
মনে হল, ঝড়ের শরীর নিয়ে
কারা যেন আমার সামনে-পিছনে দাঁড়িয়ে॥

কালো মাকড়সা

কালো মাকড়সা আকাশে জাল বোনে।
চাল-আটাশূন্য মিলগুলি সশব্দে ঘোরে ঃ
ভুষির ধুলোয় আকাশ অন্ধকার।
এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের অংশ হয়ে
প্রস্তরমূর্তির মতো আসন্ন ভোরের দিকে
স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছি।

পৃথিবী অসুস্থ রুগ্ন।
মাকড়সার কালো ছায়া আকাশে ঃ
গাছে-গাছে হাওয়ায়-হাওয়ায় সূক্ষ্ম জাল পাতা।
নিষ্পত্র শাখায় বিষণ্ণ বাতাস।
কীটের বিষাক্ত লালায় দিনরাত্রি ক্ষতবিক্ষত ঃ
জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান আজ লুপ্ত।

পাথরমূর্তি স্বপ্নহীন।
তবু স্বপ্ন দেখি ঃ
কবে সেই আশ্চর্য সকালে শোনা যাবে শুকতারার গান,
পাখির কাকলিতে পাথরের হবে রূপান্তর,
ঘাসে ঘাসে আগুন-সবুজ রঙ
মানুষের হৃদয়ে কবিতা ফুল হয়ে ফুটবে,
স্তব্ধ হবে নির্বোধের কোলাহল।

আকাশে এখনও মাকড়সা কালো জাল বোনে॥

দিন-রাত্রি-বর্ষ-যুগ

সোনার দেশ লোহা হয়ে গেল
নির্মম নখরের যুগ ঃ
ঈর্ষার ছুরিতে ঝলসে উঠছে চতুর্দিক ঃ
প্রতিদিন নবজন্ম নিচ্ছে মীরজাফর উমিচাঁদের দল।

পাথরের উপর পাথর জমে
ইটের উপরে ইট, লোহার উপর লোহা
কিন্তু কোথাও ধানের শিষ নেই
মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্তহীন।
পৃথিবীর নাড়ীভুঁড়ি ছিড়ে
কে প্রাণের অন্ন বের ক'রে আনবে ?

সমুদ্রের চোরা-ঢেউয়ের মত
অদৃশ্য মৃত্যু আমাকে বারবার আঘাত করে।
আমি শুধু বেঞ্জিন-ব্যাণ্ডেজ বেঁধে
মুড়ে রেখেছি জীবনের নির্বোধ যন্ত্রণাকে
একটি নয়—ছোট ছোট অনেক মৃত্যু।

হে শতাব্দী, আমার রক্তের ভিতর দিয়ে কথা কও।
দিন রাত্রি বর্ষ যুগ নক্ষত্র-শতকের ভিতর দিয়ে
আমাকে জাগতে দাও !
হাজার বছরের বন্দী পাখির মত
এই হৃদয় আবার নতুন ক'রে পাখা মেলুক !

ক্ষুধার হাঙর

ভোর না হ'তে হ'তেই ক্ষুধার হাঙরটি
শিকারের লোভে চারিদিকে ছুটোছুটি করে।
দিন, রাত্রি আতংকে কাঁপে।
আকাশ থেকে নীল-কালো কালির মত অন্ধকার নামছে ঃ
নীচে অগুণ্তি ম্লান ক্ষুধার্ত মুখ।
মৃত্যু যেন পালোয়ানের মত
একে একে সকলের টুঁটি টিপে নিয়ে যাবে।

চতুর্দিকের একটানা কান্নায় আমি ক্লান্ত,
ক্লান্ত ঢেউয়ের মতই এক একটি জীবন ভেঙে পড়ছে।
আমার ভাবনাগুলি অনড়,
দাবার ব'ড়ের মত কিছুতেই এগুতে চায় না।
আমার কথাগুলি
তারার মত মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

পথে কাকের জন্যেও
কোথাও একটিও ভাত প'ড়ে নেই।
পাখিরা ক্রমাগত অভিযোগ ক'রে চ'লে গেছে,
আকাশে এখন চিল আর শকুন।
আমিও কি ঝ'রে পড়ব একটি শুকনো পাতার মত ?
না, না, বরং তার চেয়ে
উনুনে হাঁড়িটা চাপিয়ে দিই ঃ
নিজেকে কুচো কুচো ক'রে মশলা দিয়ে রান্না করি,
তারপর একটু একটু ক'রে সবটা খেয়ে ফেলি।

চৈত্রে

চৈত্রের আগুন জ্বলে
প্রতপ্ত আকাশ ক্রমে শুষে নেয় জীবনের রস,
আকাশের কাছে শেষ হয় ফুলের প্রার্থনা
ক্রুদ্ধ বাতাসের ঘন উত্তপ্ত প্রশ্বাসে বারবার
ঝ'রে যায় নধর সবুজ পাতা বিবর্ণ অবশ,
বিশীর্ণ ফুলের পাপড়ি ভেঙে ভেঙে ঝরো হয় ঃ
বসন্তের বনে বসন্ত রোগের বীজ ঃ
স্মৃতির গুঞ্জন তুলে মৌমাছি আসে না আর।

নতুন পাতার ঠোঁট নড়ে না, কাঁপে না,
পাতারা করে না পান আলো থেকে তরল সবুজ দুধ ঃ
হাওয়ায় কোথাও নেই জলের বুদ্বুদ,
আমাদের মন নিরালম্ব ডালিয়ার মত ঝ'রে যায়
ফুলগুলি মাটিতে লোটায়
তাও কুরে কুরে খায় মাটির কঠিন দাঁত।
বিচিত্র পাপড়িগুলো ঝ'রে যায় কখন হঠাৎ
প'ড়ে থাকে কয়লার মত কালো গুঁড়ো অবশেষ,
তারপর সন্ধ্যা নামে
মাটি থেকে নিরন্তর পাতালে প্রবেশ।

বন্যা

আকাশে কিসের শব্দ
হাওয়ায় কিসের হাহাকার ?
নীচে জলের নির্মম অট্টহাসি,
অথই জলের তলে ডোবে, পচে, গলে
পশ্চিম বাংলার জনপদগুলি ।

ভাদ্রের হলুদ রোদের পাপড়িগুলো
ছড়িয়ে পড়ে জলের উপর,
উত্তাপে জল কাঁপছে
গ্রামগুলি প'চে উঠছে বাসী মড়ার মত,
নারকোল তালগাছের উঁচু মাথায়
ব'সে আছে শকুনি হাড়গিলের দল ।

সরকারী অফিসাররা কখনও কখনও
নিরাপদ নৌকোয় জল-বিহার করেন ঃ
গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে
ক্ষুধার্ত মানুষেরা সাঁতরে আসে নৌকোর কাছে
চিড়েগুড়ের পিণ্ডি খাবার আশায় ।
কোথাও উঁচু ডাঙায় লঙরখানার ধারে
রুগ্ন, বুভুক্ষু শিশুরা ভিড়ের চাপে পিষে যায়,
গুঁড়িয়ে যায় ছোট ছোট চুনী-পান্নাগুলি ।

দূরে দূরে প্রাচীন অশ্বত্থবটগুলি
ক্ষীণ আশার মত জেগে আছে,
তাদের শীর্ণ ডালপালাও দুলছে অসহায়ভাবে ।
এদিকে জলের অতল অন্ধকারে
মুমূর্ষু ধানগাছগুলো কাঁদে,
তাদের কান্নাই যেন আজ ছড়িয়ে পড়ে
ধানের রঙের মত শরতের গিনি-সোনা রোদে—
আকাশে, বাতাসে, মহাশূন্যে ।

ভাঙা নৌকো

একদিন আমার নৌকো
স্বপ্নের মত দূরে পৃথিবীতে ভেসে যেত—
আজ ভাঙা নৌকোর মত তটে প'ড়ে আছি।
লোনা জল আমাকে ফেনার দাঁত দিয়ে
রোজ কুরে কুরে খায়।
সূর্য হাজার জিভ বের করে রক্ত শোষে।
আমার দেহ অবসন্ন,
আমার আত্মাও যেন দেহযন্ত্রণার অংশীদার।
প্রতিটি ক্লান্তিকর দিন যেন এক একটি মৃত্যু।

শুধু বিস্মরণ
স্মৃতির পাপড়িগুলি বিবর্ণ হয়ে ঝ'রে পড়েঃ
অথচ গাছ কিছুই ভোলে না
পাতা ফুল ঠিক মনে রাখে,
বছরে বছরে নতুন ফুলে ফুলে
তার কবিতার খাতা ঠিক ভ'রে রাখে।

পৃথিবীর বদল হয়,
মানুষের দুঃখের কোনো পরিবর্তন নেই ;
প্রত্যহ শুধু অশ্রুর রামায়ণ
আর বেদনার মহাভারত সৃষ্টি হয়।
জীবনের কি কোনো মানে আছে ?
অস্তিত্বের কি কোনো অর্থ আছে ?
আমাদের জীবন অবাঞ্ছিত
আমাদের মৃত্যু অপ্রকাশিত
আমরা অমৃতের পুত্র না বানরের সন্তান !

শুধু ছায়া

আকাশের জানলা দিয়ে
খাকী রঙের ছায়া নামছে আমাব বিছানায়
রাজপথের পাথর থেকে ছায়া-ছায়া কান্না
আমার সর্বাঙ্গ বিঁধছে ঃ
দীর্ঘ অপরাহ্নে আমি বাতাসে হেলান দিয়ে ব'সে
অঢেল একটানা বিকেল—এর যেন শেষ নেই।

ছায়াতরুটির ছায়া পড়েছে পথের ওপর
দীর্ঘ, যথার্থ ছায়া।
অনেক ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে আমার জানলায়,
তাদের ভিতর আমার হারানো যৌবনকে দেখলাম—
সে অপার বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।
আমি শূন্যদৃষ্টিতে সেই চেনা মুখটির দিকে তাকালাম,
তার স্বচ্ছ চোখে এক মহাদেশ ঝলমল করছে ঃ
আর আমার ঝাপসা দৃষ্টিতে শুধু একমুঠো মাটি ঃ
আমাদের দু'জনের চোখেই জমল বৈকালী শিশির।

এখনও ঝরাপাতার ছায়া ছাইয়ের মত উড়ছে—
মনের উনুনে খোঁচা দিলেও শুধু ছাই ওড়ে ঃ
এখনও বিকেল, এ বিকেলের যেন শেষ নেই।

মরাগাছ

ডালপালা কাটা গেল কালের কুঠারে
গুঁড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে।
আমার ধূসর ছায়া শূন্যমাঠে কাঁদে অসহায়
শিকড় এখনো আছে মাটির গুহায়
সেখানে এখনো এক সত্তা জাগে স্থূল অন্ধকারে।

কোন্ দূরে পাখির অরণ্য নড়ে ডানার হাওয়ায়
সে বাতাস ঈশ্বরের ভর্ৎসনার মতই শোনায়,
আবহাওয়া আমার কাছে অর্থহীন
শীতে আর নেই পাতা ঝরানোর পালা
বিরামবিহীন :
পুরোনো ভাবনাগুলি তবুও অক্ষত,
পঙ্গু মনে ঘোরে ঋতু-বদলের মত।

মাটির ঢেউয়ের নীচে আমার অসাড় প্রাণ নামে একদিন
দিশাহারা ডুবুরীর মত সঙ্গীহীন
নেমে যাই ঘুম হতে আরও গাঢ় ঘুমের তিমিরে—
আমার ছায়ারা দেখি নেমে আসে আমাকেই ঘিরে।

একটি সাধারণ মেয়ের কথা

রাত্রি নামছে—জোনাকি-জবলা সবুজ রাত্রি
আমাকে এবার বিদায় দাও !
তোমার কথার রেশ্‌মী সুতো দিয়ে
তুমি আমাকে আর বেঁধো না,
তোমার মনের সোনালী জানলা এবার বন্ধ কর ,
আমাকে এখন যেতে দাও !

রাত্রি নিবিড় ঃ
মেঘের ঢেউ ভেঙে আধখানা চাঁদ ওপরে ওঠে ঃ
তুমি আর কথার জাল বুনো না,
তোমার কথাগুলো যেন কোন্‌ গহন লোক থেকে আসে !
কথাগুলো যেন হাওয়ার আঙুলের মত
আমার দেহের অরণ্যে কী খুঁজে বেড়ায় ?
তোমার কথার ঢেউ আর সওয়া যায় না ।
আমি সাধারণ মেয়ে
আমি চেয়েছিলাম তোমার কাছে
ছায়া হয়ে থাকতে ।

রাত্রি মাছের মত সাঁতার দিয়ে আসে
আমাকে এবার যেতে দাও ঃ
তুমি মহাসমুদ্রের মত শুয়ে থাকো
আমাকে প্রাচীন ধ্রুবতারার মত একাকী নিঃশব্দে জবলতে দাও !

কাগজের নৌকো

আমার কাগজের নৌকো একদিন নদী বেয়ে
একটি বিন্দুর মতই সমুদ্রে গিয়ে পড়বে।
সমুদ্র ছোঁবে দিগন্ত আকাশকে।
আকাশ মিলে যাবে অগুণিত নক্ষত্রের মিছিলে,
নক্ষত্র মিশবে মহাকাশে।
মহাকাশও আবার একদিন নামবে
আকাশের গোলটেবিল বৈঠকে।
পৃথিবী ধরবে আকাশকে,
আবার ভরাগঙ্গায় ভাসবে
আমার কাগজের নৌকো ॥

একটি শব্দ

গভীর রাত্রে সাইরেনের মত কার কণ্ঠস্বর :
"আমি সব ছোট ক'রে দেব
মাটিতে পিষে ছায়া ক'রে দেব
ছায়াকে করব হাজার গুণ ছায়া।"

শব্দটা আমার ঘরটাকে জোরে নাড়া দিল
আলোগুলো গেল নিভে
তারার মত মাটিতে আছড়ে পড়ল
বজ্রের মত শব্দ ক'রে উঠছে
বারুদের মত জ্বলছে
আমার হৃদয়ের দরজা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল।

আওয়াজটা যেন পাগলের মত
নিজের ঘরেই আগুন দিচ্ছে
নিজের শরীরকেই যেন
টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলছে।

একটি আলোর বিন্দু

অতীত দাঁড়িয়ে আছে মিশরের পিরামিডের মত ঃ
ভবিষ্যৎ যেন দূর-সীমান্তের একশোতলা বাড়ি।
এদের পাঁজরার মধ্যে
আমি কোনোদিন প্রবেশ করতে পারবো না,
আমার আলো কোনোখানেই গোলাপ হ'য়ে ফুটবে না।

আমি দাঁড়িয়ে আছি অনিশ্চিত বর্তমানের মাঝখানে
যে-বর্তমান দুলছে ঘড়ির পেন্ডুলামের মত।
আজ আকাশ অজগরের মত কঠিন চোয়ালে
হরিণ-সূর্যকে ধ'রে রেখেছে।
কে তাকে মুক্ত করবে?

আমি দাঁড়িয়ে আছি
অথবা হাঁটছি অশরীরী প্রেতের মত
যার ছায়া মাটির এ-পিঠে পড়ে না,
হয় তো অন্য কোথাও, অন্য গ্রহে পড়ছে।
আমার শূন্যতা মিশে যায় বেদনাহীন মহাশূন্যে।

আমার দেহকোষের উজ্জ্বল বালবগুলি
একটি একটি ক'রে নিভছে,
সেগুলিকে বদলাবার সামর্থ্য আমার নেই।
আমার অবয়বগুলি বিদ্রোহ করে ঃ
আমার চোখ মনে করে, তারা মুখ
আঙুলগুলি জানে, তারা ঠোঁট ঃ
সকলেই তাদের ইচ্ছেমত চলতে চায়।
আমার মন তাই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন—
অন্ধকারে আলোর বিন্দুর মত
আকাশে ধ্রুবতারার মত স্থির॥

অদৃশ্য কবিতার পাখি

কুয়াশা ফুল হয়, শিশির তারা হয় ঃ
এখনও প্রতিটি সকাল
কবিতা হবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে।
আমি পাশ কাটিয়ে যাই,
কখনো হাওয়ায় হেলান দিই,
কখনো বা ডুবে যাই বাতাসের ভিতরে ঃ
শূন্যতা আমাকে ভিড়ের মতই ঘিরে ধরে।

সূর্যের সরল আলোয় এখন কিছু দেখি না,
প্রতিবিম্বিত চাঁদের আলোয় আমার পথ-চলা।
যে-পথ রাত্রির বুকের ভিতর দিয়ে
অন্তহীন অতীতে চ'লে গেছে ঃ
সে-পথে শুধু স্মৃতির হাজার চোরকাঁটা
যারা একদিন ভালবেসেছিল
যাদের একদা ভালবেসেছিলাম,
তারা রাতের তারার মত কখন নিভে গেছে।

বর্তমান বালির সমুদ্রে
ভবিষ্যৎ কি কোথাও মরূদ্যানের মত ভাসছে ?
বর্তমান ও আগামীকাল কি এই মুহূর্ত ?
সময়ের লোনাজলে আমি প্রতিদিন ক্ষয়ে যাই,
আমার নখগুলো শুধু বড় হ'য়ে
পুরোনো শিকড়ের মত মাটি আঁকড়ে ধরে।
আমার দেহের ত্বক গাছের ছালের মত
ক্রমশঃ প্রাচীন ও কর্কশ হ'য়ে ওঠে,
তার ভিতর থেকে কি আর নতুন শাখা মুখ বাড়াবে ?
অদৃশ্য কবিতার পাখি কি শব্দের শাখায় এসে বসবে ?
পংগু কি আর গিরিলংঘন করবে ?
অন্ধ কেমন ক'রে সিনেমা দেখবে !

এই বৃষ্টিতে

সূর্য কালো চশমা পরেছে,
আকাশ হারিয়ে গেল মেঘের কোলে ঃ
এখনই বৃষ্টি নামবে,
আকাশের হ্রদ থেকে অঝোর বর্ষণ ।

আমার ভাবনার মেঘগুলো সব
বৃষ্টি হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে ঃ
গাছগুলো জলে ভ'রে উঠল ।
চোখ বন্ধ করলেও দেখি
কান বন্ধ করলেও শুনি
বৃষ্টি পড়ছে ঃ
বৃষ্টি ঝরছে আমার বুকের মধ্যে
মেরুদণ্ডের ভিতরে ।

এখন ঘরে ব'সে বৃষ্টির বেলফুল দিয়ে
মালা গেঁথে কি লাভ ?
এসো বাইরে এসো,
এসো আমরা সকলে জামা খুলে
নেমে পড়ি বৃষ্টির মধ্যে ঃ
ভিজে গামছা দিয়ে মাথা থেকে মুখ থেকে মুছে ফেলি
গোলমেলে আওয়াজগুলো ঃ
এসো, বাইরে এসো
বৃষ্টি আমাদের মায়ের মত ঘিরে থাকুক
বৃষ্টিধারা ধুয়ে দিক সমস্ত হৃদয়কে,
সমস্ত হৃদয় ধুয়ে মুছে এক হ'ক—
হৃদয় কথা বলুক ।

স্টেশন

একটি পাখির ঝাঁক
তীর্থযাত্রীদের মত আকাশের মরুভূমি পার হয়ে গেল ঃ
দেখলাম ট্রেনের জানলা থেকে
ট্রেন চলে—এ চলার শেষ নেই যেন ঃ
শুধুই চাকার শব্দ ঘুরে ঘুরে একটানা
কখন পুরোনো হয় ঃ
শুধুই একটি ভয়,
জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে গন্তব্য স্টেশনে ঠিক নামতে পারব কিনা ?

ট্রেন চলে ঃ ঘুমন্ত মানুষ যেন স্বপ্নের তাড়ায় ছোটে
দমটুকু টানবার ফুরসৎ নেই ।
সংকীর্ণ জানলা থেকে দেখি,
দূরে কোনো কারখানা থেকে ওঠে
বেদনার কুণ্ডলিত ধোঁয়া ;
এ আকাশে রামধনু নেই
সে-আকাশ কোথায় লুকাল
যার নাম ভালবাসা—যার নাম আলো !
শুধু ভাবি নড়বড়ে শরীর নিয়ে
আমার স্টেশনে ঠিক নামতে পারব কিনা ?

বাইরে পাহাড় জমে সময়ের,
গাছগুলি ধূসরিত ধৈর্য নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে,
পাতাগুলি ঝরে পড়ে সমুদ্রের বালির মতই
মানুষ যেমন ঝরে এবং ঝরবে ভবিষ্যতে ।
পুরোনো পাখির কণ্ঠে একটানা ছায়াচ্ছন্ন ডাক
ট্রেন ছোটে ঃ একপাশে বসে আছি শীর্ণ দেহ নিয়ে
শুধুই একটি ভয়
কখন আমার ট্রেন চলে যাবে স্টেশন পেরিয়ে ।

রক্তের আগুন হবে নদী

আকাশ কাঁচের মত ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ে,
বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা ছোট ছোট পটকার মত ফাটে,
বজ্রের ছুরিতে আকাশ দ্বিখণ্ডিত ঃ
বিদ্যুতের তাপ আছে—আলো নেই ঃ
মানুষের ভালবাসা বৃষ্টির জলের মতই
ড্রেনের ভিতরে ঢোকে।

বাতাস আর চকচকে নেই ঃ
মাঠে ময়দানে সবখানে
হাওয়া কালো হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় ঃ
ঝড়ের চাপে ফুসফুস চীৎকার করে ওঠে ঃ
বাতাস অন্ধকার দরজায় ঘা দেয় ঃ
সিঁড়িগুলি কথা বলে
দালান বেঁকে যায়
কথাকলি-নাচের মুখোশের মত
আমাদের অতীত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখন ঘুমন্ত লতার মত
রাইফেলগুলো মাটিতে শুয়ে আছে ঃ
ক্ষমতার সব তাস খেলা হ'ল
রঙের তুরুপ পর্যন্ত।
দেবতারা পথে মুখ থুবড়িয়ে প'ড়ে।

ক্ষুধার হাঙর ছিঁড়ে খায় দিনের মৃতদেহ,
রাজপথে তরুণের আক্রোশ
বোমার মত ফেটে পড়ে ঃ
কারখানার সামনে শ্রমিকরা ঘোরে
জীবন্ত শ্লোগানের মত ঃ

পুতুলের ঘরগুলি কাঁপে
মৃতেরা কাঁপে শ্মশানে, গোরস্থানে।

আমি কিছুতেই অন্ধকার কবরের মধ্যে
শিকড়ের মত নেবে যাব না,
আমার রক্তের আগুন
অন্তহীন নদী হ'য়ে বয়ে যাবে—
ধুয়ে দেবে সবুজ মাঠের ক্ষতগুলি ;
ভোর হবে একদিন,
আকাশে সূর্য বাজবে সোনালী ঘণ্টার মত

আমার অস্থির অস্থি স্বদেশ আমার

অন্ধকারের কালো চোয়াল দেখা যায়
অন্ধকার দাঁতে দাঁতে ঘষছে
আমাকে জীবন্ত কবর দেবে বলে।
বাতাস বধির ঃ
অসহ্য যন্ত্রণায় দেশের জিভ
টাকরার সঙ্গে আটকে আছে।
জীবনের মধুর ওপর ওড়ে দুর্যোগের মাছি।

দুঃসময় ঝরে পঙ্গপালের মতো,
দাবার ঘুঁটির মতো মানুষ হাঁটে,
দুর্ঘটনা আসে কখনো সাদা পোষাকে
কখনো বা ছদ্মবেশে
সবই ভাঙে, কিছুই গড়ে না

রাত্রিদিন শুধু ভেসে আসে দীর্ঘশ্বাসের নৌকো
যার কোন পাল নেই,
উড়ে আসে এলোমেলো ভাবনার পাখি
যার কোন পাখা নেই,
হয়তো কোথাও হাসির গুঁড়ো ওড়ে
চিতার ছাইয়ের মতো।

হে দেশ! কবে রাত্রির চিতাভস্ম থেকে
ভোরের আলোয় নবজন্ম নেবে
হে স্বদেশ, আমার অস্থির অস্থি
হে আমার প্রাণের প্রাণ
হে আমার আত্মার আত্মা,

প্রয়োজন হলে আমার রক্তের ফেনায়
আমি তোমায় স্নান করাবো,
আমার মস্ণ চামড়ায় তোমার অঙ্গ ঢেকে দেব,
আমার হাড়ের মালায় তোমাকে সাজাব,
আমার পালক-হৃদয় হবে তোমার শয্যা।

কবে তুমি চকচকে তলোয়ারের মতো
ভোরের আলোয় জ্বলে উঠবে,
অন্ধও দেখতে পাবে সেই আশ্চর্য আলো,
দেখা যাবে ছাড়ানো আমের মতো
একটি টসটসে নিটোল সকাল।

মৃত সৈনিকদের উদ্দেশে

না, না ! আমি বন্ধু আনন্দিত নই ।
যদিও পৃথিবী তার সবুজ সোনার বৃন্তে বসন্ত ফোটালো—
লক্ষ পাতার কুঁড়ি পান করে সকালের আলো ঃ
ফুলের আলোয় আর
তোমার সৈনিকবন্ধু জাগবে না—শুনবে না বসন্তবাহার ।

স্থির হিমালয় ঃ
দেহে তারা প্রতিবেশী, মনে নয় ঃ
আদিম-নখরে তারা হেনেছে আঘাত
কণ্ঠ শুধু করে প্রতিবাদ ঃ
কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে যখন—
হৃদয় করেছে প্রতিরোধ ।

হে বন্ধু ! ঘুমিয়ে আছ পাথরের প্রশান্ত কবরে ।
আমি জাগি ঘুরি ফিরি তোমাদের পাশে—
যেন কোন্ দূরের মানুষ, আগন্তুক
আত্মার মতই একা শূন্যের আকাশে ।

বসন্ত এসেছে তবু মনের গহ্বরে সে যে কোথায় লুকালো,
বিস্মৃত বৎসরগুলো শুধু ছায়া ফেলে কালো কালো ।
আশার মসৃণ কণ্ঠে পড়েছে দড়ির ফাঁস ঃ
কিসের, কাদের জন্যে গান—আজ শুধু দীর্ঘশ্বাস ঃ
সময়ের কালোঝড়ে কী হবে কবিতা ?
নশ্বর প্রান্তরে শুধু কুঁড়িগুলি ভেঙে যাবে—
ফোটাফুল ছায়াতে মেলাবে ।

কেঁদো না

মা, তুমি কেঁদো না।
সীমান্ত-অরণ্যে নীল ঘাসের মখমলে
তোমার ক'জন ছেলে বিশ্রাম নেবার ছলে
শুধুই ঘুমিয়ে আছে,
মুখের কোথাও নেই এতটুকু ক্লান্তির বেদন –
মা, তুমি কেঁদো না।

অরণ্যে-পর্বতে যারা দিকে দিগ্বিদিকে
উসকিয়ে জ্বালিয়ে দিল জীবনের নিবু-নিবু ম্লান সলতেটিকে,
তারা কেউ মৃত নয়—অমৃতের পুত্র সব
তোমার পবিত্র স্থির বুকের ওপরে
ঘুমোয় অঘোরে।

তোমার নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্যের আড়ালে
ছিল এক প্রাণের উত্তাল নীল আলোর স্পন্দন
সে-আলো জ্বালাল আজ সন্তান তোমার—
মাটির আলো-কে তুমি কর মা চুম্বন।

মুখার্জি সাহেব

রাত্রির প্রশান্তি নামে ঃ
উত্তপ্ত চৌরঙ্গীপাড়া ক্রমে শান্ত হয়।
এখন অফিস শূন্য,
মুখার্জি ওঠেন ঃ
পিছনে ভ্রূকুটি করে বুড়ো দরোয়ান।

আকাশের বুকে
কুয়াশা-চাদরে ঢাকা শ্বেত শিশু-চাঁদ ঃ
রাজপথে কিছু আলো, কিছু অন্ধকার।
শূন্য বেলুনের মত ফুটপাথ ধরে হাঁটে মুখার্জি সাহেব!
গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে বইয়ের দোকানে
দাঁড়ায় কিছুক্ষণ সোনালী বাতাসে,
কখনো বা বই কেনে।
ভীরু বালকের মত কখনো চকিত হয়
একজোড়া রাতের পাখির ডাকে ঃ
আঙুর-শীতল রাতে ভাবে শুধু
নিজের অথবা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কথা।

একথা গৃহিণীও জানে
অকারণ রাত্রি করে কেন বাড়ি-ফেরা,
কেন এই ম্লান নিঃসঙ্গতা!
সে শুধু নিঃশব্দে রাখে টেবিলের 'পর
রাতের আহার্য আর এক গ্লাস চকোলেট-দুধ।
বিষণ্ণ তৃপ্তির সঙ্গে মুখার্জিসাহেব পান করে
পাশে সেই মহিলাও পান করে
হারানো দিনের যত সুরভি পানীয়।

অনেক দূরত্ব নিয়ে পাশাপাশি দুজনেই শোয় ঃ
মুখুজ্যের হাতে থাকে বই,
সে-নারী খাটের উপরে চেয়ে থাকে ছায়ায় শুধুই
নীরব, শীতল।
অদ্ভুত নৈকট্য আর দূরত্বও নিয়ে
কাছাকাছি শুয়ে থাকে তারা
দু'মুঠো ছাইয়ের মত।
যেখানে একদা
জ্বলেছিল দুটি লাল আগুনের শিখা॥

সময় পালক হ'য়ে উভয়কে ছুঁয়ে যায়,
ঘুমোয় শয্যায় দুটি উত্তর-যৌবন—
ঘুমোয় তাদের সাথে সকালের তারা॥

মহাতান্ত্রিক

মহাশ্মশানে একা মহাকাল জাগে,
কালের ঘড়ি এখানে স্তব্ধ !
চতুর্দিকে সাদা কয়েদবেলের মত নরকপাল
মাঝখানে শ্মশানচারী মহাতান্ত্রিক ঃ
সম্মুখে তাঁর করোটির পানপাত্র
হাতে তাঁর এক অদ্ভুত বীণাযন্ত্র
শবের অস্থিতে নির্মিত,
বীণার তন্ত্রীগুলি প্রস্তুত মানুষের শুষ্ক নাড়ীতে।

মহাতান্ত্রিকের আশ্চর্য বীণা এবার ধ্বনিত হ'য়ে উঠল
মনে হয়, সেই সুরে
মৃতের নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চিত সমস্ত সুর প্রতিধ্বনিত।

ওই তান্ত্রিকের মতই যদি
আমার হাতে ভাষার মৃত শব্দগুলো
জীবিত হ'য়ে উঠত সুরে
প্রাণিত হ'য়ে উঠত লয়ে !

চাচা হো

পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রে ছিলে একাই নাবিক,
সাগর কান্নায় লোনা—বেদনায় ভরে দশদিক।
আকাশ শুনেছে শুধু ভোরের পাখির মত প্রথম কাকলী,
তোমার পবিত্র কন্ঠে নতুন যুগের গান ওঠে কলকলি'।

অর্ধেক মানুষ ছিলে, অর্ধেক ইস্পাত,
অকস্মাৎ
বাঘের স্রোতের মত তোমার উত্তাল প্রাণধারা—
রুদ্ধ, গতিহারা।

তুমি কবি আজ স্তব্ধ মূক ঃ
তবুও তোমার জিভ অস্থির উৎসুক,
এখনো তো ডাক দেয় পৃথিবীর আহত, ব্যথিত মানুষেরে,
যাদের গভীর ক্ষত সূর্যের মতই জ্বলে—অস্থি-মাংস ছেঁড়ে।

সময় ঘুমিয়ে পড়ে ঃ
তোমার নশ্বর দেহ বন্দী আজ মানুষের ছোট কাঁচঘরে।
চেয়ে দ্যাখো তোমার কাঁচের ঘর
কাঁপে থরথর,
যে-কাঁপনে সোনালী আখের ক্ষেত নড়েচড়ে
রক্ত-ভেজা মাটির উপরে,
যে-কাঁপনে সবুজ ধানের শিষ
জাগে, কথা বলে অহর্নিশ।

প্রথম ভোরের আলো এসিয়ার নিভে গেল সময়ের ঝড়ে,
আমাদের দিনগুলি অবোধ জন্তুর মত ধুলোর উপরে
একা একা শুধু খেলা করে॥